দৈনিক ইনকিলাব

৩১৫

তারিখ AUG 1 8 1999

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

লক্ষ্মীপুরে ছাত্র লীগ-শিবির সংঘর্ষে ১ জন নিহত ঃ ওসিসহ আহত ৩৪ ঃ উত্তেজনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মোতায়েন করা হয়েছে। শিবির কর্মী যায়েদকে আশংকাজনক অবস্থায় নোয়াখালী নেয়ার পথে মারা যায়।

এদিকে জেলা ছাত্র লীগের আহবায়ক আহসানুল কবীর রিপন ও যুগ্ম আহবায়ক আবদুল জব্বার লাভলু স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়, সকাল ৯টায় ছাত্র শিবির সশস্ত্র অবস্থায় শহরে মিছিল করে। ঐ মিছিল থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ব্যাঙ্গ করে আপত্তিকর শ্লোগান, দেয়। মিছিল শেষে শিবির সন্ত্রাসীরা তাদের ঘাঁটিতে অবস্থান নেয়। বেলা ১১টায় ছাত্র লীগের সাবেক সভাপতি জুয়েল ও জেলা ছাত্র লীগের যুগ্ম আহবায়ক নজরুল ইসলাম ভুলু রিকশাযোগে কলেজে যাওয়ার পথে শিবির সন্ত্রাসীরা তাদের উপর হামলা করলে ছাত্র লীগ কর্মীরা তাদের উদ্ধার করতে আসলে শিবির সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়ি গুলী ও বোমা মারতে থাকে। এ সময় ছাত্র লীগ নেতা বিপ্লব, লাভু, বাবর, মুরাদ, সঞ্জু, সাইফুল, খালেক, ইসমাইল জাকিরসহ অনেকে মারাত্মক আহত হয়। জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও পৌর চেয়ারম্যান এম এ তাহের জামায়াত শিবিরকে দায়ী করে অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবী জানান। অন্যদিকে ইসলামী ছাত্র শিবির লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার সভাপতি ওমর ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক নূর নবী প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, গত ১৫ আগস্ট রাতে ছাত্র লীগ সন্ত্রাসীরা শিবিরের ৩ নেতাকে অপহরণ করে বেদম মারধর করে এবং তাদের একটি সাইকেল নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার সকালে শিবির নেতার উপর হামলার প্রতিবাদে মিছিল বের করে। মিছিল শেষে শিবির কর্মীরা একাডেমী সম্মুখে জমায়েত হলে ছাত্র লীগ সন্ত্রাসীরা তাদের উপর হামলা চালায়। এ সময় শিবির নেতা নূর নবী, ওয়াহেদ মাহমুদ, জাহাঙ্গীর, আলমগীর, সবুজ, কফিল উদ্দিন, ইব্রাহীম, কামরুল, সাজ্জাদ, মিঠু, বিপ্লবসহ ১৮ জন মারাত্মক আহত হয়। যায়েদ, নূর নবী, কামরুল ইসলামকে আশংকাজনক অবস্থায় লক্ষ্মীপুর থেকে নোয়াখালী হাসপাতালে নেয়ার পথে যায়েদের মৃত্যু হয়। জামায়াতে ইসলামী লক্ষ্মীপুরের আমীর হোসাইন আহম্মদ ভূঞা, নায়েবে আমীর মাস্টার হাসানুজ্জামান, সেক্রেটারী এডভোকেট নজীর আহম্মদ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে শিবির কর্মীদের উপর হামলার জন্য ছাত্র লীগের সন্ত্রাসীদের দায়ী করে অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবী জানান।

ইসলামী ছাত্রশিবির

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারী জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেছেন, হত্যা, খুন আর সন্ত্রাসের পথ অবলম্বনকারী আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন ঘনিয়ে এসেছে। তিনি গতকাল লক্ষ্মীপুরে ইসলামী ছাত্রশিবিরের মিছিলে ছাত্রলীগের মস্তানদের হামলায় নিহত শিবির নেতা জায়েদ বিন মুনির এবং অর্ধশতাধিক শিবির নেতা-কর্মী আহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলপূর্ব এক সমাবেশে সভাপতির বক্তব্য রাখছিলেন। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, শিবির নেতা সাইফুর রহমান, লুৎফুর রহমান ও আখতার হোসেন মজুমদার।

জনাব জুবায়ের বলেন, লক্ষ্মীপুরে দীর্ঘদিন যাবত আওয়ামী-বাকশালীরা নারকীয় সন্ত্রাসী তাণ্ডব চালিয়ে আসছে।

এদিকে, শিবির নেতা জায়েদ বিন মুনিরের শাহাদাত এবং অর্ধশতাধিক শিবির নেতা-কর্মীর আহত হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ ও সেক্রেটারী জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এক বিবৃতি প্রদান করেছেন। বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, লক্ষ্মীপুরে ছাত্রলীগের সশস্ত্র হামলায় শিবির নেতা জায়েদ বিন মুনিরের হত্যাকাণ্ড এবং অর্ধশতাধিক শিবির নেতা-কর্মীর আহত হওয়ার ঘটনার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে একটি প্রতিবাদ মিছিলে মিলিত শিবির কর্মীদের উপর ছাত্রলীগের এই ন্যক্কারজনক অতর্কিত হামলা প্রমাণ করছে– গণতন্ত্র নয়, অস্ত্রই ওদের মুখের ভাষা।